বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান

প্রেস উইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাপানে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

টোকিও, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আজ (শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) গভীর শ্রদ্ধা, ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদার সাথে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়েছে। অমর একুশের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ধারণ করে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে জাপানে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি এবং বিদেশি বন্ধুদের মাঝে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

দিবসের প্রথম প্রহরে তোশিমা সিটির ইকেবুকুরো নিশিগুচি পার্কে (Ikebukuro Nishiguchi Park) অবস্থিত স্থায়ী শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ দাউদ আলী দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং তোশিমা সিটির প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের প্রবাসীরা প্রভাতফেরির মাধ্যমে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ভাষা শহিদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান।

সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে রাষ্ট্রদূত মোঃ দাউদ আলী জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিত করেন। এ সময় দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। দূতাবাস মিলনায়তনে ভাষা শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে বিকেলের অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। আলোচনা সভায় অমর একুশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিশ্বজনীন গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। রাষ্ট্রদূত মোঃ দাউদ আলী তার বক্তব্যে বলেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এটি বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত, যা সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে প্রেরণা জোগায়।"

সবশেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মানে একটি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

Embassy of Bangladesh, Tokyo, Japan
Press Wing
PRESS RELEASE

Great Martyrs' Day and International Mother Language Day observed in Japan with due solemnity

Tokyo, February 21, 2026

The Bangladesh Embassy in Tokyo observed Shaheed Dibash (Martyrs' Day) and International Mother Language Day today (Saturday, February 21, 2026) with profound respect and solemnity. The event highlighted the significance of the Bengali language and culture among the foreign friends in Japan, Bangladeshi diaspora, and upholding the ideals and values of the "Immortal Ekushey."

The day's proceedings began in the early hours with the laying of wreaths at the permanent Shaheed Minar located in Ikebukuro Nishiguchi Park, Toshima City. the Ambassador Mr. Md. Daud Ali, paid tribute to the language martyrs by placing a floral wreath along with Embassy officials and representatives from Toshima City. Following this, various political, social, and cultural organizations of the Bangladeshi diaspora, along with community members from all walks of life, joined a Probhat Pheri (morning procession) to pay their humble tribute.

In the morning, as part of the next phase of the program at the Embassy premises, Ambassador Md. Daud Ali hoisted the national flag to half-mast of the national anthem. All officers and staff of the Embassy were present during the ceremony.

In the afternoon, the program at the Embassy auditorium commenced with prayers for the departed souls of the language martyrs. Commemorative messages from the Honorable President, the Honorable Prime Minister, the Honorable Foreign Minister and the Honorable Minister of State for Foreign Affair were read out. A discussion session followed, focusing on the historical significance of "Immortal Ekushey" and the global importance of International Mother Language Day.

In his speech, Ambassador Md. Daud Ali stated, "The Language Movement of 1952 was the foundation of Bangladeshi nationalism. Today, it is recognized globally as International Mother Language Day, inspiring all ethnic groups to preserve their own languages and cultures."

The event concluded with a special prayer (Dua and Munajat) for the welfare of the country and the nation. Following the ceremony, an Iftar Mahfil was hosted in honor of the visiting members of civil society, and the Bangladeshi diaspora community.